বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫

প্রথম অধ্যায়

১.০ প্রস্তাবনা

১.১ দেশের সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, সারাদেশে সড়ক ও মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং সড়কের অবকাঠামোগত উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জরুরি ভিত্তিতে একটি সুষ্ঠু, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

১.২ সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের ফলে সড়ক-মহাসড়কসমূহে প্রতিদিনই ক্রমবর্ধমান হারে বিপুলসংখ্যক মধ্যম ও স্বল্পগতির অননুমোদিত ও ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার যুক্ত হচ্ছে। স্বল্প নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাসম্পন্ন, ধীরগতির এসকল ছোট যানবাহনসমূহ দ্রুত গতি সম্পন্ন মোটরযানের সঙ্গে একই মহাসড়কে চলাচলের সময় গতির পার্থক্যের কারণে প্রায়শই সড়কসমূহে দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। অন্যদিকে সড়কের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় অধিক সংখ্যক বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার চলাচল করায় অসহনীয় যানজট সৃষ্টি হচ্ছে, যা ভ্রমণ সময় ও বিদ্যুতের অপচয় বৃদ্ধি করছে।

১.৩ একথা অনস্বীকার্য যে, ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনিরাপদ হওয়া স্বত্ত্বেও এসকল মোটরযান বর্তমানে সাধারণ মানুষের কাছে বিপুলভাবে জনপ্রিয় এবং এসব যানবাহন তাদের জীবন-জীবিকার অংশ হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী পরিবহণ হিসাবে এসকল যান পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ এবং বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জিডিপিতে অবদান রাখছে। ফলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যাতায়াতের চাহিদার কথা বিবেচনা করে, কারিগরিভাবে ত্রুটিমুক্ত ডিজাইন অনুসরণপূর্বক এসকল যানবাহন তৈরি করে, সড়কের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী এ ধরনের যানের সংখ্যা নির্ধারণকরতঃ মহাসড়ক ব্যতীত সুনির্দিষ্ট এলাকায় চলাচল নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুর্ঘটনা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

১.৪ বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও সড়কসমূহের ধারণ ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক কারিগরিভাবে ত্রুটিমুক্ত বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার চলাচলের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে জনগণের জন্য নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক এ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.০ শিরোনাম

২.১ এ নীতিমালা 'বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫' হিসাবে অভিহিত হবে।

৩.০ সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়-

৩.১ 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭-এর ৪ ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ;

৩.২ 'নীতিমালা' অর্থ 'বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫';

৩.৩ "বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার' অর্থ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্মিত বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা চালিত অটোরিকশা, অটোটেম্পু, মোটরক্যাব রিক্সা, থ্রি-হুইল ভ্যান এবং ধীরগতি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার, যার ট্রাকশন শক্তি গাড়িতে স্থাপিত রিচার্জেবল ব্যাটারি দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। ব্যাটারিচালিত রিকশা ভ্যান/ কৃষি কাজে এবং নৌযানে ব্যবহৃত ডিজেল বা পেট্রোল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত যান্ত্রিক যানবাহন এর অন্তভুক্ত হবে না;

৩.৪ 'কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ' অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ২-এর উপধারা ৮-এ বর্ণিত কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ;

৩.৫ 'স্টেইজ ক্যারিজ' অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ২-এর উপধারা ৫২-এ বর্ণিত স্টেইজ ক্যারিজ;

৩.৬ "যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি" অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ২৭-এ বর্ণিত "যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি";

৩.৭ "সিলিং" অর্থ যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি কর্তৃক জনসংখ্যা, সড়ক নেটওয়ার্ক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় নির্দিষ্ট এলাকায় চলাচলের জন্য নির্ধারিত থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সংখ্যার সীমা;

৩.৮ "বৈদ্যুতিক অটোরিকশা" অর্থ সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি ২(খ)-এ বর্ণিত অটোরিকশা যা বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা চালিত;

৩.৯ "বৈদ্যুতিক অটোটেম্পু" অর্থ সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২-এর বিধি ২(গ)-এ বর্ণিত অটোটেম্পু, যা বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা চালিত;

৩.১০ "বৈদ্যুতিক মোটর ক্যাব রিক্সা" অর্থ সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২-এর বিধি ২(খ)-এ বর্ণিত মোটর ক্যাব, যা বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা চালিত;

৩.১১ "বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইল ভ্যান" অর্থ ৩ (তিন) চাকা বিশিষ্ট এরূপ বৈদ্যুতিক ভ্যান যা ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক পণ্য বা মালামাল পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত থ্রি-হুইল ভ্যান যার আনলেডেন ওজন ৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ) কিলোগ্রামের অধিক নহে;

৩.১২ 'বৈদ্যুতিক মোটরের রেটেড পাওয়ার (rated power)' অর্থ কোন বৈদ্যুতিক মোটর এর ডিজাইন সীমা অতিক্রম না করে নিরাপদে ধারাবাহিকভাবে যে পাওয়ার আউটপুট প্রদান করতে পারে। সাধারণভাবে এই রেটিং প্রস্তুতকারক প্রদান করে থাকে;

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ মহাসড়কে বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস;

৪.২ এ জাতীয় মোটরযানকে মহাসড়ক ব্যতীত নির্দিষ্ট এলাকায় চলাচলের জন্য নির্ধারিত সংখ্যাসীমার আওতায় নিবন্ধন প্রদান;

৪.৩ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টাইপ অনুমোদনের মাধ্যমে মানসম্মত ও নিরাপদ বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার মোটরযানের প্রচলন;

৪.৪ এ জাতীয় মোটরযানকে নিবন্ধন ও ফিটনেস সনদ প্রদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট এলাকায় চলাচলের অনুমতি সাপেক্ষে সুশৃঙ্খল এবং নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; এবং

৪.৫ বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার চালকদের প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্সের আওতায় আনয়ন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্যবস্থাপনা

৫.০ বৈদ্যুতিক অটোরিকশা, অটোটেম্পু, মোটরক্যাব রিক্সা এবং থ্রি-হুইল ভ্যান ব্যবস্থাপনা

৫.১ মহাসড়কে বৈদ্যুতিক- অটোরিকশা, অটোটেম্পু, মোটরক্যাব রিক্সা এবং থ্রি-হুইল ভ্যান চলাচল করতে পারবে না। তবে মহাসড়কে সার্ভিস লেন থাকলে উক্ত লেনে এ জাতীয় মোটরযান চলাচল করতে পারবে;

৫.২ মহাসড়ক ব্যতীত অন্যান্য নির্দিষ্ট এলাকা/রুটে এ জাতীয় মোটরযান চলাচল করতে পারবে;

৫.৩ "সিটি কর্পোরেশন" ও "এ" ক্যাটাগরির পৌরসভার অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক- অটোরিকশা, অটোটেম্পু ও মোটরক্যাব রিক্সা এবং থ্রি-হুইল ভ্যান চলাচল করতে পারবে। এর বাইরে জেলা ও উপজেলার নির্ধারিত রুটেও বৈদ্যুতিক- অটোরিকশা, অটোটেম্পু ও মোটরক্যাব রিক্সা এবং থ্রি-হুইল ভ্যান চলাচল করতে পারবে;

৫.৪ কোনো ব্যক্তি নিজ নামে এ জাতীয় ০৩ (তিন)-এর অধিক বা সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গঠিত পরিবহণ কোম্পানীর নামে ২৫ (পঁচিশ) টি'র অধিক মোটরযান ক্রয় ও নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারবে না;

৫.৫ সংশ্লিষ্ট এলাকায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সিলিং (সংখ্যা সীমা) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ বৈদ্যুতিক- অটোরিকশা, অটোটেম্পু, মোটরক্যাব রিক্সা এবং থ্রি-হুইল ভ্যান নিবন্ধন প্রদান করবে। তবে সিলিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, সড়ক নেটওয়ার্ক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনা করবে। সিলিং পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন আবশ্যক হবে;

৫.৬ অনুমোদিত ডিলার বা বিক্রেতা কর্তৃক নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পন্ন না করে বৈদ্যুতিক- অটোরিকশা, অটোটেম্পু, মোটরক্যাব রিক্সা এবং থ্রি-হুইল ভ্যান ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা যাবে না;

৫.৭ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক- অটোরিকশা, অটোটেম্পু, মোটরক্যাব রিক্সা এবং থ্রি-হুইল ভ্যান নির্ধারিত এই সিলিং (সংখ্যা সীমা) কর্তৃপক্ষ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগকে অবহিত করবে;

৫.৮ এ জাতীয় মোটরযান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ায় চলাচল করবে;

৫.৯ কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ হিসাবে চলাচলের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক অটোরিকশার চালক স্বল্প দূরত্বসহ নির্ধারিত এলাকার মধ্যে যে-কোনো দূরত্বে যেতে বাধ্য থাকবে এবং কোনোরকম অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না। তবে বৈদ্যুতিক অটোটেম্পু নির্ধারিত রুটে স্টেইজ ক্যারিজ হিসাবে এবং বৈদ্যুতিক অটোরিকশা দেশের সকল মহানগর এলাকা ব্যতীত অন্যান্য রুটে (মহাসড়ক ব্যতীত) স্টেইজ ক্যারিজ হিসাবে চলাচল করতে পারবে;

৫.১০ বৈদ্যুতিক অটোরিক্সা, মোটরক্যাব রিক্সা ও অটোটেম্পু এবং থ্রি-হুইল ভ্যান সড়কে চলাচলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গতিসীমা হবে ৫০ কিলোমিটার/ ঘণ্টা;

৫.১১ এ জাতীয় মোটরযানের ইকনোমিক লাইফ সংক্রান্ত বিষয়ে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এর ধারা-৩৬ এবং ইলেকট্রিক মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২৩ এর দফা ৬.০ প্রযোজ্য হবে;

৫.১২ এ জাতীয় মোটরযান ইকনোমিক লাইফ শেষে প্রত্যাহারপূর্বক 'স্ক্র্যাপ নীতিমালা' অনুযায়ী নিষ্পত্তি করতে হবে।

৬.০ ধীরগতি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্যবস্থাপনা

৬.১ এধরনের বৈদ্যুতিক যানবাহনের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৩.৯ মিটার, প্রস্থ ১.৫ মিটার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উচ্চতা ২.১ মিটার, সর্বোচ্চ আনলেডেন ওয়েট (ব্যাটারি সহ) ৫০০ কিলোগ্রাম;

৬.২ মহাসড়কে ধীরগতি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার চলাচল করতে পারবে না। তবে মহাসড়কে সার্ভিস লেন থাকলে উক্ত লেনে এ জাতীয় মোটরযান চলাচল করতে পারবে;

৬.৩ শুধু জেলা, মেট্রোপলিটন, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের স্থানীয় রুটে এ জাতীয় মোটরযান চলাচল করতে পারবে;

৬.৪ সংশ্লিষ্ট জেলা/মেট্রোপলিটন, উপজেলা ও ইউনিয়ন এলাকায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি এ জাতীয় মোটরযানের সংখ্যা (সিলিং) ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রুট নির্ধারণ করবে;

৬.৫ সংশ্লিষ্ট জেলা/মেট্রোপলিটন এলাকায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সিলিং অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ এ জাতীয় মোটরযানের নিবন্ধন প্রদান করবে। তবে সিলিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, সড়ক নেটওয়ার্ক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনা করবে;

৬.৬ এ জাতীয় মোটরযান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার মোটরযান নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের পুর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট এলাকার যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সিলিং-এর মধ্যে রয়েছে উক্ত বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করবে;

৬.৭ বিক্রেতা বা ডিলার কর্তৃক নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পন্ন না করে ধীরগতি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা যাবে না;

৬.৮ একই ব্যক্তি এ জাতীয় সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) টি "ধীরগতি বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার" ক্রয় ও নিবন্ধন করতে পারবে;

৬.৯ স্টেইজ ক্যারিজ বা কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ হিসাবে এ জাতীয় মোটরযান চলাচল করতে পারবে;

৬.১০ এ জাতীয় মোটরযানের ইকনোমিক লাইফ সংক্রান্ত বিষয়ে সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৩৬ এবং "ইলেকট্রিক মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২৩ এর দফা ৬.০ প্রযোজ্য হবে;

৬.১১ এ জাতীয় মোটরযান ইকনোমিক লাইফ শেষে প্রত্যাহারপূর্বক 'স্ক্র্যাপ নীতিমালা' অনুযায়ী নিষ্পত্তি করতে হবে।

৬.১২ সড়কে চলাচলের ক্ষেত্রে ধীরগতি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার এর সর্বোচ্চ গতিসীমা হবে ৩০ কিলোমিটার/ঘণ্টা;

৬.১৩ বিদ্যমান অনিরাপদ ধীরগতি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক ত্রি-হুইলারসমূহ 'ইলেকট্রিক মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২৩' এর উপদফা ১২.৮ অনুযায়ী ০১ (এক) বছরের মধ্যে স্ব-উদ্যোগে নিরাপদ মডেলের থ্রি-হুইলার মোটরযানে রূপান্তর করতে হবে। উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর অননুমোদিত মোটরযানসমূহের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৬.১৪ কৃষি কাজে এবং নৌযানে ব্যবহৃত ডিজেল ও পেট্রল ইঞ্জিন দারা স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত অননুমোদিত যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে সংশ্লিষ্ট "যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি" উপযুক্ত অনুমোদিত যানবাহন চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

তৃতীয় অধ্যায়
সাধারণ/বিবিধ বিষয়

৭.০ সাধারণ নির্দেশাবলি

৭.১ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার তৈরি হতে হবে এবং এর টাইপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

৭.২ বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলারে ব্যবহৃত দেশে তৈরিকৃত বৈদ্যুতিক মোটর, কন্ট্রোলার, গিয়ার বক্স, এক্সেল, হুইল রিম, ব্রেক, স্পিডোমিটার, হেড লাইট, শক এবজরভার, ব্যাটারি ও চার্জার ইত্যাদি বাংলাদেশ স্টান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে বিএসটিআই এ ধরনের মোটরযানের যন্ত্রাংশ অনুমোদনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

৭.৩ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক গত ০৫-০৬-২০২৩খ্রি. তারিখের স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত মোটরযানের টাইপ অনুমোদনের নিমিত্ত গাইডলাইন সংশোধনী অনুযায়ী বিআরটিএ'র স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মতি/পূর্বানুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ মোটরযানের টাইপ বা স্পেসিফিকেশন অনুমোদন প্রদান করবে। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে বা আবেদনকারি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে আবেদন পুন:বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞকে নিযোগ করতে পারবে।

৭.৪ অনুমোদিত মডেল বা বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলারের যন্ত্রাংশ প্রস্তুকারককে কর্তৃপক্ষের তালিকাভুক্ত হতে হবে। কর্তৃপক্ষের তালিকাভুক্ত হওয়া ব্যতীত কোনো প্রস্তুতকারী বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার বা এর যন্ত্রাংশ প্রস্তুত করতে পারবে না। প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই নিজস্ব ব্র্যান্ড নামে এ ধরনের মোটরযান বা এর যন্ত্রাংশ বাজারজাত করতে হবে;

৭.৫ বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার বা এর যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী/ উৎপাদনকারী/ সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;

৭.৬ কোনো আমদানিকারক বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার বা এর যন্ত্রাংশ আমদানি কিংবা বাজারজাত করলে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক কিংবা বাজারজাতকারীকে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র নতুন বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার, বা বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদিত মান সম্পন্ন নতুন যন্ত্রাংশ আমদানি করা যাবে;

৭.৭ বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার বা এর যন্ত্রাংশ সংযোজন/ উৎপাদন/স্ক্রাপিং, স্থানীয়ভাবে মোটর পার্টস উৎপাদন, বৈদ্যুতিক ব্যাটারি উৎপাদন ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও চার্জিং স্টেশন স্থাপনের ক্ষেত্রে 'অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১' এবং 'ইলেকট্রিক মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল সংক্রান্ত নীতিমালা -২০২৩' এ বর্ণিত নানাবিধ আর্থিক প্রণোদনা ও শুল্ক সুবিধা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট দফাসমূহ প্রযোজ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, আর্থিক প্রণোদনা ও শুল্ক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে আংশিক বা পূর্ণ উৎপাদন ও রপ্তানী উৎসাহিত করণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হবে;

৭.৮ এ জাতীয় মোটরযানের নির্দিষ্ট স্থানে খোদাইকৃত বডি/ চেসিস নম্বর উল্লেখ করতে হবে;

৭.৯ প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযান ওয়াটার টাইট হুড দ্বারা আবৃত করতে হবে, তবে এধরনের হুড প্রয়োজনে উঠানো বা নামানোর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে;

৭.১০ বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার অবশ্যই মানসম্পন্ন গ্রীড এফিসিয়েন্ট ও পরিবেশবান্ধব ব্যাটারি ব্যবহার করতে হবে;

৭.১১ বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলারে ব্যবহৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ/অকেজো ব্যাটারি পরিবেশ ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক পরিবেশবান্ধবভাবে 'ডিসপোজাল' করতে হবে এবং চার্জিং-এর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'বৈদ্যুতিক যান চার্জিং নির্দেশিকা, ২০২২' অনুসরণ করতে হবে;

৭.১২ পরিবেশ সম্মত উপায়ে ব্যাটারি ডিসপোজাল, এ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ও গতিসীমা নিশ্চিতকরণ এবং মহাসড়কে থ্রি-হুইলারের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ব্যাটারি ট্রাকিং ব্যবস্থা চালু করা যাবে;

৭.১৩ এ জাতীয় মোটরযানের ব্যাটারি চার্জের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের 'বৈদ্যুতিক যান চার্জিং নির্দেশিকা, ২০২২' অনুসরণপূর্বক নির্ধারিত স্থানে চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা যাবে। ওই নীতিমালার আলোকে স্থাপিত চার্জিং স্টেশন বা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বা সোলার প্যানেল অথবা নবায়নযোগ্য যে-কোন জ্বালানি ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের ব্যাটারি চার্জ করা যাবে;

৭.১৪ এ জাতীয় মোটরযান সংশ্লিষ্ট এলাকায় চলাচলের ক্ষেত্রে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি (পরিবহণ কমিটি) মোটরযানের সুনির্দিষ্ট রং নির্ধারণ করবে এবং কর্তৃপক্ষ নিবন্ধন প্রদান ও ফিটনেস নবায়নকালে বিষয়টি নিশ্চিত করবে;

৭.১৫ বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলারের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে কর/শুল্ক প্রযোজ্য হবে;

৭.১৬ এ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযান চলাচলের ক্ষেত্রে নিবন্ধন সনদ, হালনাগাদ ফিটনেস সনদ, ট্যাক্স টোকেন আবশ্যক হবে;

৭.১৭ কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে অর্থ বিভাগের সঙ্গে পূর্ব পরামর্শক্রমে এ নীতিমালায় বর্ণিত যানবাহনের নিবন্ধন ফি, ফিটনেস ও ট্যাক্স টোকেন ফি ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ফি ইত্যাদি নির্ধারণ করবে;

৭.১৮ এ জাতীয় মোটরযান রাখার জন্য নিজস্ব অথবা ভাড়া করা গ্যারেজ অথবা স্থায়ী পার্কিং স্পেস থাকতে হবে এবং উক্ত স্থান ব্যতিরেকে সড়কে বা পাবলিক প্লেসে এ জাতীয় মোটরযান রাখা যাবে না;

৭.১৯ এ জাতীয় মোটরযানের গ্যারেজ এমনভাবে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে হবে, যাতে শর্ট সার্কিট বা অন্য কোনো বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে;

৭.২০ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার হার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এলাকায় "যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি" কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ভাড়ার চার্ট মোটরযানের দৃশ্যমান স্থানে সার্বক্ষণিক প্রদর্শন করতে হবে। যাতে যাত্রী সাধারণ সহজে তা দেখতে পারে;

৭.২১ বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক এ ধরনের মোটরযান চলাচল করবে এবং এর কোনোরূপ ব্যত্যয় ঘটলে সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ এ বর্ণিত অপরাধের ধরন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

৭.২২ বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার চালকদের প্রশিক্ষণের জন্য যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটির পরামর্শক্রমে কর্তৃপক্ষ জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে;

৭.২৪ এ জাতীয় মোটরযানের অভ্যন্তরে যাত্রীর দৃশ্যমান স্থানে মোটরযানের মালিক ও চালকের মোবাইল ফোন নম্বর প্রদর্শন করতে হবে;

৭.২৫ এ জাতীয় মোটরযান চালককের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এ জাতীয় মোটরযান চালনাকালে ড্রাইভিং লাইসেন্স অবশ্যই চালকের সঙ্গে রাখতে হবে।

৮.০ নীতিমালার সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তনসম্পর্কিত

৮.১ এ নীতিমালা প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে। সরকার প্রয়োজনে যে-কোনো সময়ে এ নীতিমালা সংশোধন/ সংযোজন/ পরিমার্জন/ পরিবর্তন করতে পারবে।